আমাদের সময়

তারিখ 27 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

তালতলীতে বেহাল প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষক সংকট, ক্লাস চলে যেখানে সেখানে

জসিম উদ্দিন, তালতলী ●

বরগুনার তালতলী উপজেলার ৭৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৩ প্রধান শিক্ষক ও ৬৮ সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এসব বিদ্যালয়ে রয়েছে ভবন সংকটও। জরাজীর্ণ ভবন, গাছতলা, অন্যের বাড়ির বারান্দায় কিংবা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক না থাকায় এবং ভবন সংকটে উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বেহাল।

যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই, ওইসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে চালানো হচ্ছে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। মৌরুভী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাদুরগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কাজিরখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন জন করে শিক্ষক রয়েছেন। ওই শিক্ষক কখনো ছুটি কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে বন্ধ থাকে বিদ্যালয়গুলো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার শারিকখালী, উত্তর গেন্ডামারা, হরিণবাড়িয়া, ছোটবগী কমডেকা ও মরানিদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো খুবই জরাজীর্ণ। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবনের অভাবে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। ছোটবগী কমডেকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমা বেগম জানান, প্রায় ৫ বছর ধরে কোনো ভবন নেই। শারিকখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া জানান, ভবনের জন্য বারবার আবেদন করেছি; কিন্তু ভবন পাচ্ছি না। মরা নিদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম তুহিন জানান, চার বছর আগে ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেই। একই রকম বক্তব্য হরিণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমা রানী ও বড় অংকুজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোনিয়ার।

তালতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী মনিরুজ্জামান রিপন জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত ৫টি করে পদ সৃষ্টি করা দরকার, তা না হলে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক সংকট দূর হবে না।